আলমডাঙ্গায় যথাযথ মর্যাদায় ৭ মার্চ পালিত

আলমডাঙ্গায় উপজেলা প্রশাসন ও রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে যথাযথ মার্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপিত।

সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা, প্রশান্ত অধিকারি, জেলা বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, জেলা সদস্য সিরাজুল ইসলাম, আবু মুছা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হামিদুল ইসলাম, আনিসুর রহমান মল্লিক, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সাংগাঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান, কাজী খালেদুর রহমান অরুনি, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন,সাধারন সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক,যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, কৃষি বিষয় সম্পাদক আব্দুল মালেক, ক্রীড়া সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মেদ ডন, খন্দকার মজিবুল হক, কামাল হোসেন, সাজ্জাদ হোসেন স্বপন,সাহিন,আলম হোসেন,পরিমল কুমার কালু ঘোষ,মহিলা লীগের নেত্রী কাউন্সিলর রাবেয়া খাতুন,শাহনাজ পারভীন,মনিরা খাতুন,নাজমুন নাহার,শ্রমিক লীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দস,আমিরুল ইসলাম,সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল হক,পৌর সভাপতি নয়ন সরকার,সৈকত,প্রমুখ।এর পর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।অন্যদিকে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর মুরালে মাল্যদান করেন,আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের পক্ষে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন,ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মেদ ডন,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর,ওসি সাইফুল ইসলাম,উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে মাল্যদান করেন,উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর,ওসি সাইফুল ইসলাম,কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দি,প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি,শিক্ষা অফিসার আব্দুল

বারি,প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক,উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা,মৎস কর্মকর্তা কামরুন্নাহার আখি,মহিলা বিষযক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত,বিআরডিবি কর্মকর্তা শায়লা সারমিন,কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা সোহেল রানা,পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাসানুজ্জমান খান,উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম,বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জমান,মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর,বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা,বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ শাহাবুদ্দিন,বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ নুর মোহাম্মদ জকু,বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন,বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল ইসলাম,ওসি সাইফুল ইসলাম,আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ারের নেতৃত্বে একটি বিশাল র্যালী সহকারে শিক্ষক ছাত্র মিলে মাল্যদান করেন,সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারের নেতৃত্বে মাল্যদান করেন,পল্লিবিদ্যুৎ অফিসের এজিএম শামিম হুসাইনের নেতৃত্বে মাল্যদান করেন,আবাসিক প্রকৌশলী হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।এছাড়াও আলমডাঙ্গা মডেল স্কুল,মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা,কলেজিয়েট স্কুল,সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্টান মাল্যদান করেন,এবং ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন করেন।

এদিকে, সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের হলরুমে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্টানের আয়োজন করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মেদ ডন,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,থানা অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম,বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা,বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ,বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ নুর মোহাম্মদ জকু,বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন,সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার,প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম,সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম,মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান,সরকারি

স্কুলের সকল শিক্ষক মন্ডলী,ছাত্র,ছাত্রী,সরকারি কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।উপস্থাপনা করেন শামিম রেজা।

পরে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়িদের পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

মুজিবনগরে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ।

সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি কমপ্লেক্সে পর্যটন মোটেলের হলরুমে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায়, আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম গাইন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম।

আলোচনা সভায়,মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন বাবলু, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চ্ন্দু, যুবলীগ নেতা হাসানুজ্জামান লালটু, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহওয়ালীউল্লাহ সোহাগ,বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক আরিফ হোসেন, নবনির্বাচিত বাগোয়ান ইউনিয়নের

ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ৭ নং ওয়ার্ডের সভাপতি ফৈরদোস আলি মেন্তা, ৪ নং ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও বাগোয়ান ইউনিয়ন এর নবনির্বাচিত ৯টি ওয়ার্ডের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় স্ত্রীকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে হত্যার চেষ্টা: স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

দামুড়হুদার উপজেলার দর্শনা থানার চন্ডিপুর গ্রামে স্ত্রীকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে ট্রাক্টর চালক ও ট্রাক্টর ব্যবসায়ী স্বামী খোকন আলীর বিরুদ্ধে। গত শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে চন্ডিপুর বাজার পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইসলামিক শরিয়ত মোতাবেক ১৪ বছর পূর্বে দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের মাঝপাড়ার মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে খোকন আলীর (৩৫) সাথে বিয়ে হয় একই উপজেলার চন্ডিপুর বাজার পাড়া এলাকার আতিয়ার রহমানের মেয়ে নার্গিস খাতুনের। কিছুদিন ভালোভাবেই তাদের সংসার চলছিলো একপর্যায়ে যৌতুকের দাবি তোলেন খোকন আলী।

মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে সাধ্যমতো টাকাসহ অন্যান্য জিনিসপত্র তুলে দেন জামাইয়ের হাতে আতিয়ার রহমান। কিছু দিন যেতে না যেতেই আবার ও যৌতুক দাবি করে স্ত্রী নার্গিস খাতুনকে চাপ দিয়ে দেড় লাখ টাকার যৌতুকও নেন।

কিন্তু এতেও খোকন আলীর মন ভরেনি। পুনরায় টাকার জন্য স্ত্রীকে নির্যাতন করে আসছিলেন, তাদের দাম্পত্য জীবনে দুটি সন্তান রয়েছে।

এরা হলো বর্ষা খাতুন (১২) ও মো: জোবায়েদ (০৪)।

পারিবারিক কলহের জের ধরে গত এক বছর পূর্বে কুড়ুলগাছি আনন্দবাজার পাড়ার ইলাই মন্ডল এর মেয়ে সাথে পরকিয়ার জের ধরে রিনা বেগমকে (৩২) বিয়ে করেন।

বিয়ের পর থেকেই এই দম্পতি বাড়িতে এলেই নানান অযুহাতে প্রথম স্ত্রী নার্গিস খাতুনকে নির্যাতন করতেন। একপর্যায়ে গত (৪ মার্চ) শুক্রবার সাড়ে ১২ টার দিকে পরিকল্পিতভাবে স্বামী খোকন, দ্বিতীয় স্ত্রী রিনা বেগম, বাবু মিয়া, প্রথম স্ত্রী নার্গিস খাতুনকে বিদ্যুুৎস্পৃষ্ট করে হত্যার চেষ্টা করেন।

নার্গিস খাতুন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাঠিতে পড়ে গেলে খোকন ও দ্বিতীয় স্ত্রী রিনা মিলে গেছে পানি ঢেলতে থাকে এমন সময় আশে পাশে থাকা প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন।

মুমূর্ষু অবস্থায় প্রতিবেশীরা নার্গিস খাতুনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সোয়া ৩টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি ছিলো নার্গিস খাতুন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার পুলিশ অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ এইচ এম লুৎফর কবিরের সাথে কথা বললে তিনি বলেন অভিযোগ পেয়েছি।

নির্যাতনের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীর ভাই হাসানুজ্জামান। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যাবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিদফতরের অভিযান, ২১ হাজার টাকা জরিমান

আলমডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের অভিযানে ৩ হোটেল ও দোকান মালিককে জরিমানা করেছে।

সোমবার দুপুর ১ টায় আলমডাঙ্গার পৌর শহরে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত

পরিচালনা করেন। এসময় ৩ হোটেল ও দোকান মালিককে ২১ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গার পৌর হাউসপুর ও লালব্রিজ এলাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন। এসময় লালব্রিজের নিকট মেসার্স ফাইভ স্টার বাবু হোটেলে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্নার অভিযোগে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এদিকে, মেসার্স সুরেশ স্টোরকে ১০ হাজার টাকা ও মেসার্স রেজা স্টোরকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের ভোক্তা অধিকার অধিদফতরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ।

আদালত পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক এসআই জামাল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স।

মেহেরপুরে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২ এর উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান

“পুষ্টি, মেধা, দারিদ্র্য বিমোচন প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর আয়োজন” এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মেহেরপুরে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২ এর উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে লাইভস্টক এন্ড ডেইরী ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এলডিডিপি) এর সহযোগিতায় ও মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের বাস্তবায়নে এ উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে, অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার কৃষিবিদ মোঃ সাইদুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ তৌহিদুল ইসলাম।

এসময় প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা: শারমিন রত্নার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা ট্রেইনিং অফিসার ডাঃ শেখ মোঃ মশিউর রহমান, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডাঃ বশির আহমেদ, উপ সহকারি প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ শফি উদ্দিন, মোঃ রহমত উল্লাহ প্রমুখ।

প্রদর্শনীতে গরু, ভেড়া, ছাগল, মুরগি, কবুতর, সৌখিন পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীর মোট ৪০টি স্টল স্থান পেয়েছে। আলোচনার পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারী খামারিদের মাঝে প্রত্যেক ক্যাটাগরি থেকে ১,২,৩ স্থান অধিকারীদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিরল প্রজাতির কালো মুখো হনুমান এখন খাচ্ছে সরকারী খাবার

মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে দাঁপিয়ে বেড়ানো বিরল প্রজাতির কালো মুখো হনুমান এখন খাচ্ছে সরকারী খাবার।
খাবার পেয়ে কলোমুখো হনুমানগুলোও খুশির জোয়ারে লাফিয়ে লাফিয়ে জানাচ্ছে অভিনন্দন।

মেহেরপুর বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাফর উল্ল্যাহ বলেছেন, মেহেরপুর জেলায় তালিকাভুক্ত ২৭০ টি কালো মুখো হনুমান রয়েছে। বন অধিদপ্তরের তত্বাবধানে এসব হনুমানকে প্রতিদিনি ১০০ গ্রাম কলা, ১০০ গ্রাম পাউরুটি, ১০০ গ্রাম বিস্কিট, ২৫/৩০ গ্রাম চিনা বাদাম খাওয়ানো হচ্ছে।

তিনি জানান, বন অধিদপ্তরের আওতায় চলতি ২০২১-২২ অর্থবছর মেহেরপুর জেলায় ৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ১৩০ দিনের জন্য এ বাজেট

দিয়েছে বন অধিদপ্তর। এর আগে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বন অধিদপ্তরের কাছে ডিও লেটার পাঠানোর কারণে এ বরাদ্দ পাওয়া গেছে বলে জানান বন কর্মকর্তা জাফর উল্ল্যাহ।

বন বিভাগের কর্মচারী নজরুল ইসলাম ও আনসার আলী মুজিবনগরের বিভিন্ন স্থানে এবং জিল্লুর রহমান সদর উপজেলার নির্দিষ্ট স্থানে এসব হনুমানের জন্য খাদ্য প্রদান করে থাকেন।ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কুষ্টিয়ার মেসার্স আব্দুল মান্নান।

মেহেরপুর বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাফর উল্ল্যাহ আরো বলেছেন, কালো মুখো হনুমান ও পশুপাখির খাদ্য উপযোগী বিভিন্ন ফলজ সাড়ে ৪ হাজার বৃহ্মরোপন করা হয়েছে। জেলার যেসব এলাকাগুলোতে হনুমানসহ অন্যান্য পাখির অভয়ারণ্য রয়েছে সেসব এলাকায় ২০০০ বাবলা গাছ, ২০০ শতাধিক পেয়ারা গাছ, ১০০০ জাম গাছ রোপন করা হয়েছে।

সদর উপজেলার সীমান্তবর্তি বুড়িপোতা ইউনিয়নের কালাচাঁদপুর গ্রামের মরগাঙ খালের উত্তরপাড়ে, মুজিবনগর উপজেলার স্বরসতি খালের পাড়ে, মেহেরপুর সদর উপজেলার সৈয়দ উদ্দীন ডিগ্রি কলেজ থেকে পৌর সীমানা পর্যন্ত, আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা হতে আযান গ্রাম পর্যন্ত সড়কের উভয় পাশ, গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের জুবাতলা মাঠ সড়কের উভয় পাশে, ভাটপাড়া নীলকুঠী ইকোপার্ক প্রাঙ্গণে এসব বৃক্ষরোপন করা হয়।

বৃক্ষরোপনের ফলে পশুপাখির খাদ্য উৎপাদন, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও জলবায়ুর বিরুপ প্রভাব হতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে।

ইতোমধ্যে জেলা ও উপজেলাতে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলা কমিটির সভাপতি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মৃদ্ধা মো: মুজাহিদুল ইসলাম, সদস্য সচিব জাফর উল্ল্যাহ, কমিটিতে মোট ৯ জন সদস্য রয়েছেন।

জানা গেছে, বিরল প্রজাতির কালোমুখো হনুমানের আদি নিবাস ভারতে। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো থেকে কাটাতারের বেড়া পার হয়ে ১০/১৫ বছর আগে থেকে মেহেরপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মুজিবনগর উপজেলার অন্ত:ত ৫ টি স্পট, মেহেরপুর শহর ও সীশান্তবর্তি গ্রামগুলোতে হনুমানগুলো খাদ্যের অভাবে সারাদিন ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

খাদ্যের অভাবে এসব হনুমান কৃষকদের ফসলের মাঠ, ফলের বাগান এবং বাসা বাড়িতে পর্যন্ত হানা দেয়।বিশেষ করে করোণাকালে বিরাট খাদ্য সংকটে পড়ে এই হনুমান।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেছেন, আমাদের প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কালোমুখো হনুমানের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পেরে ভালই লাগে। খাবার পাওয়ার পর হনুমানগুলো লাফালাফি করে যেনো অভিনন্দন জানায়।

ঝিনাইদহ মহাসড়কের দুই পাশে আবর্জনার স্তূপ; ভোগান্তিতে শিক্ষার্থীরা

কুষ্টিয়া-খুলনার গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কের পাশ ঘেঁষেই ঝিনাইদহের শৈলকুপার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাশে দীর্ঘদিন ধরে ফেলা হচ্ছে ময়লা- আবর্জনা। এতে দুর্গন্ধের এলাকায় পরিণত হয়েছে শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ কলেজ ও আশপাশ জুড়ে।

গরু, ব্রয়লার মুরগিসহ বিভিন্ন পশুর রক্ত, আবর্জনার স্তূপ ও দুর্গন্ধের কারণে রাস্তার পাশে দিয়ে শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ কলেজে শিক্ষার্থীদের চলাচলের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে।

প্রতিনিয়ত ময়লা-আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষণ করে আসছে উপজেলার শেখপাড়া ও মদনডাঙ্গা বাজারের পরিচ্ছন্নকর্মীরা। উভয় বাজারে নিজস্ব ডাম্পিং বা রিসাইকেল ব্যবস্থায় উচ্ছিষ্ট ফেলার জায়গা না থাকার ফলে এলাকার ময়লা-আবর্জনা ফেলা হয় মহাসড়কের দুই পাশে।

সরেজমিনে দেখা যায়, পূর্বদিকে শেখপাড়া বাজার। পশ্চিমে দুঃখী মাহমুদ কলেজ, মদনডাঙ্গা। উত্তর ও দক্ষিণে মাঠ। এর মাঝখানেই অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ মহাসড়ক।

দুই বাজারের বিভিন্ন দোকানের, হোটেল-রেস্তোরাঁ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ফেলায় এ সড়কের পার্শ্ববর্তী কলেজে শিক্ষাদান

সময়ে ক্লাসরুমগুলোতে ব্যাপকভাবে ময়লা-আবর্জনার গন্ধ যায়।

শুধু সড়কটির সংলগ্ন ক্লাসরুমগুলোতে নয়, খোদ প্রধান অধ্যক্ষ, টিচার্স রুমে এই ময়লার বাঁজে গন্ধ প্রবেশ করে। ফলে ক্লাস টাইমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ কলেজের সকলের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

এই বিষয়ে কলেজটির অধ্যক্ষ আসাদুর রহমান শাহিন বলেন, উপজেলার শ্রেষ্ঠ এই বিদ্যাপিঠের পাশে শেখপাড়া ও মদনডাঙ্গা এলাকার বিভিন্ন বর্জ্য ফেলা হয় ও গরু, ছাগল জবেহ করা হয়।

ক্লাস চলাকালে সমস্যাটি শিক্ষার্থীদের মানসিক ভোগান্তির কারন এবং দুষিত হচ্ছে পরিবেশ। আমাদের টিচার্স রুমে পর্যন্ত এই ময়লা- আবর্জনার বাজে গন্ধ প্রবেশ করে।

আমরা বার বার উপর মহলে জানিয়েও কোন সুফল পায়নি।ময়লাগুলো যদি কলেজ থেকে আরও কিছুটা দূরে ফেলতো তাহলে ময়লা আবর্জনার বর্জ্যময় গন্ধ থেকে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী কিছুটা মানসিক ভোগান্তিমুক্ত হতো এবং পরিবেশ দূষণ রক্ষা করা যেত। তিনি আরো বলেন, আমি সাংবাদিক ও প্রশাসনের এই বিষয়ে সুদৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানায় ।

মেহেরপুরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ডঃ মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আয়োজিত আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুরে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন,জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আঃ মালেক, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মাহমুদুল হাসান, উপজেলা কৃষি অফিসার নাসরিন সুলতানা, শহীদ সাদেক হোসেন বাবলু প্রমুখ।

পরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে নানা আয়োজনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন

১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চের ভাষণ দিবসটি নানা আয়োজনে পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন। দিবসটি উপলক্ষে ৭ এই মার্চ সকালে সরকারি-বেসরকারি আধা-সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী, দোয়া,প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

৭ ই মার্চ সোমবার দিবসটি পালন উপলক্ষে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদি রাসেল, উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, টুরিস্ট পুলিশ, আনসার ভিডিপি এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

পরে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের ৭ ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য তুলে ধরে এ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে, উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানা ইনচার্জ মেহেদি রাসেল, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব সহ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আলোচনা সভা শেষে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। পরে সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের ৭ই মার্চ দিবস পালন

১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস পালন উপলক্ষে আনন্দ র্যালি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতেপুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে দিবসটি পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ।
দিবসটি উপলক্ষে সকাল নয়টায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স গেট থেকে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি আনন্দ র্যালি বের হয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির সামনে গিয়ে শেষ হয়।
সেখানে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের (সাবেক) সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ইউপি সদস্য সোহরাবউদ্দিন, মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বল্টু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের (সাবেক) সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ আরিফ সহ উপজেলা আওয়ামীলীগ, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের

নেতাকর্মীবৃন্দ।
পরে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য গুরুত্ব তুলে ধরে উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।